গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর
কাজী আলাউদ্দিন রোড, ঢাকা
www.fireservice.gov.bd

ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তরের সুশাসন প্রতিষ্ঠায় অংশীজনের অংশগ্রহণে অনুষ্ঠিত সভার কার্যবিবরণী :

সভাপতি	:	মোঃ ওয়াহিদুল ইসলাম পরিচালক (প্রশাসন ও অর্থ)
সভার তারিখ	:	২১.০৩.২০২৩ খ্রিঃ
সময়	:	১১:০০ ঘটিকা
স্থান	:	অধিদপ্তরের সম্মেলন কক্ষ।

সভায় উপস্থিত সরকারি/বেসরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহের কর্মকর্তাদের নামের তালিকা : পরিশিষ্ট 'ক'।

সুশাসন প্রতিষ্ঠায় অংশীজনের অংশগ্রহণে অনুষ্ঠিত সভায় উপস্থিত অধিদপ্তরের পরিচালক (প্রশিক্ষণ, পরিকল্পনা ও উন্নয়ন), উপপরিচালকবৃন্দ এবং সরকারি/বেসরকারি ও বিভিন্ন সংস্থা হতে আগত কর্মকর্তাগণকে স্বাগত জানিয়ে সভার কার্যক্রম আরম্ভ করেন। সভায় ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর প্রদত্ত বিভিন্ন নাগরিক ও দাপ্তরিক সেবার মান বৃদ্ধির লক্ষ্যে সরকারি/বেসরকারি ও বিভিন্ন সংস্থার প্রতিনিধিদের সাথে মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়। আলোচনাসমূহ নিম্নরূপ:

(ক) জনাব আবুল কালাম আজাদ, প্রতিনিধি, ডিপিডিসি জানান যে, বাংলাদেশ ন্যাশনাল বিল্ডিং কোড-২০২০ অনুযায়ী ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর হতে ফায়ার সেফটি প্লান গ্রহণের কথা বলা হয়েছে। ফায়ার সেফটি প্লান গ্রহণের ক্ষেত্রে নকশা প্রণয়নের জন্য ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তরের কোন Enlisted firm এর কোন তালিকা রয়েছে কিনা এবং থাকলে এ সকল তালিকা পাওয়া যাবে কিনা?

এ প্রসঙ্গে ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তরের সহকারী পরিচালক (ওয়্যারহাউজ ও ফায়ার প্রিভেনশন) জনাব মানিকুজ্জামান জানান, বিএনবিসি-২০২০ অনুযায়ী ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর হতে বহুতল বা বাণিজ্যিক ভবনের ফায়ার সেফটি প্লান এর নকশা অনুমোদন এর বাধ্যবাধকতা রয়েছে। এ সকল বহুতল বা বাণিজ্যিক ভবনের নকশা প্রণয়ন বিভিন্ন ফার্ম করে থাকে। তবে ফায়ার সেফটি প্লান এর নকশা প্রণয়নের জন্য ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তরের কোন Enlisted firm এর কোন তালিকা বর্তমানে নেই। যেকোন firm নকশা প্রনয়ন করে ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর হতে বহুতল বা বাণিজ্যিক ভবনের নকশা অনুমোদন করতে পারেন।

(খ) জনাব মো: জাহাঙ্গীর আলম, সহকারী পরিচালক, রেডক্রিসেন্ট সোসাইটি জানান যে, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর যেকোন দুর্যোগে প্রথম সাড়াদানকারী প্রতিষ্ঠান হিসেবে কাজ করে থাকেন। এসকল দুর্যোগে ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তরের কর্মীবাহিনীর পাশাপাশি রেডক্রিসেন্ট এর ভলান্টিয়ার তাদের সাথে একসাথে কাজ করে থাকেন। সেক্ষেত্রে রেডক্রিসেন্ট এর ভলান্টিয়াদের তাৎক্ষণিক যেকোন দুর্যোগের মেসেজ পেতে বেগ পেতে হয় এবং সঠিকসময়ে ভলান্টিয়ারগণ দুর্ঘটনায় রেসপন্স করতে পারে না। তাই আগুন কিংবা অন্যান্য দুর্ঘটনায় সংবাদ দ্রুত পাওয়ার জন্য এফএসওসিডি এর সাথে রেডক্রিসেন্ট সোসাইটির কোন MOU করা যায় কিনা?

এ প্রসঙ্গে ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তরের উপপরিচালক ঢাকা বিভাগ, ঢাকা জনাব দিনমণি শর্মা জানান যে, যেকোন দুর্যোগে ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তরের কর্মীবাহিনীর পাশাপাশি রেডক্রিসেন্ট এর ভলান্টিয়ার আমাদের সাথে একসাথে কাজ করে থাকেন, যা সত্যিই প্রংশসনীয়। রেডক্রিসেন্ট এর ভলান্টিয়াদের তাৎক্ষণিক যেকোন দুর্যোগের মেসেজ পেতে হলে সর্বপ্রথম রেডক্রিসেন্ট সোসাইটির একটি অফিস দরকার এবং ফায়ার সার্ভিসের কর্মীবাহিনীর ন্যায় ২৪ ঘন্টা সেন্ট্রি ডিউটিরত থাকলে রাত ২/৩ টা বাজেও এসকল দুর্ঘটনার সংবাদ তাদের নিজস্ব কন্ট্রোল রুমের মাধ্যমে পৌছিয়ে দেয়া সম্ভব হবে। এছাড়া রেসক্রিসেন্ট সোসাইটির উর্ধ্বতন কর্মকর্তা ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তরের সাথে সমন্বয়পূর্বক এসকল বিষয়ে একটি MOU করা যেতে পারে।

(গ) জনাব মোঃ শফিকুল ইসলাম, ফায়ার সেফটি সেল, বিজিএমইএ, তিনি তার বক্তব্যে জানান যে, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর সরকারের একটি সেবা ধর্মী প্রতিষ্ঠান যা মানুষের অত্যন্ত বন্ধু হিসেবে ইতিমধ্যে প্রতিয়মান হয়েছে। আমার প্রশ্ন আমরা যারা ভাড়াটিয়া তারা অত্যন্ত ঝুঁকির মধ্যে ঢাকা শহরে বসবাস করে আসতেছি। অধিকাংশ বাড়ির মালিক তারা তাদের মেইন গেইট ও ছাদে উঠার সিড়িতে তালা ঝুলিয়ে রাখেন, যা ইভাকুয়েশন এর সময় লোকজনকে বেকায়দায় ফেলে দেয়। এ থেকে উত্তরণের জন্য ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তরের কোন পদক্ষেপ রয়েছে কিনা?

এ প্রসঙ্গে ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তরের উপপরিচালক (অপারেশন ও মেইনটেন্যান্স) জনাব মোঃ কামাল উদ্দিন ভূইয়া জানান যে, ঢাকা শহরে অধিকাংশ মানুষ জীবনের তাগিদে ভাড়া থাকেন। সেক্ষেত্রে দেখা যায় অধিকাংশ বাড়ির মালিক তারা তাদের মেইন গেইট ও ছাদে উঠার সিড়িতে তালা ঝুলিয়ে রাখেন, যা ভাড়াটিয়া তাদের জন্য অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ এবং ইভাকুয়েশন এর সময় লোকজনকে সত্যিই বেকায়দায়

ফেলে দেয়। এ থেকে উত্তরণের জন্য সরকারি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের কাজ করা প্রয়োজন। ইতোমধ্যে ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর বাড়ির মালিক ও ভবন ব্যবহারকারীদের মধ্যে সচেতনার লক্ষ্যে মৌলিক প্রশিক্ষণ, মহড়া, গণসংযোগ ও টপোগ্রাফি পরিচালনা করে থাকে। যারফলে বাড়ির মালিক ও ভবন ব্যবহারকারীদের মধ্যে সচেতনার ভীত সঞ্চার হয়েছে। এসকল কার্যক্রম অব্যহত থাকলে জনগণের মধ্যে আরো সচেতনতা বৃদ্ধি পাবে বলে আশা করা যাচ্ছে এবং যেকোন জরুরি পরিস্থিতিতে হতাহতের পরিমাণ কমে আসবে।

(ঘ) জনাব ইঞ্জিনিয়ার আসাদুল হক শাহীন, প্রতিনিধি, ফায়ার সেফটি ইকুপমেন্টস বিজনেস ওয়ার্নাস অ্যাসোসিয়েশন, তিনি তার বক্তব্যে জানান যে, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স কর্তৃক শিল্প-প্রতিষ্ঠানে ফায়ার লাইসেন্স, সেফটি প্লান, এনওসি প্রদান করা হয়ে থাকে। যা অত্যন্ত কার্যকারী ও যুগোপযোগী। ফায়ার লাইসেন্স, সেফটি প্লান ও এনওসি বাস্তবায়নের ফলে শিল্প-প্রতিষ্ঠানে বহুলাংশে অগ্নি ঝুকি হ্রাস পেয়েছে। এসকল লাইসেন্স প্রাপ্তিতে আরো দ্রুত করা যায় কিনা, তিনি এ সম্পর্কে জানতে চান। এফএসওসিডি ও ফায়ার সেফটি ইকুপমেন্টস বিজনেস ওয়ার্নাস অ্যাসোসিয়েশন সমন্বিতভাবে ঢাকার নবাবগঞ্জে Awareness Programme করা যায় কিনা?

এ প্রসঙ্গে ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তরের উপপরিচালক (অপারেশন ও মেইনটেন্যান্স) লে জনাব মোঃ কামাল উদ্দিন ভূইয়াঁ, জানান যে, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স কর্তৃক শিল্প-প্রতিষ্ঠানে ফায়ার লাইসেন্স, সেফটি প্লান, এনওসি প্রদান করা হয়। সিটিজেন চার্টার অনুযায়ী ফায়ার লাইসেন্স প্রাপ্তিতে ৯০ (নব্বই) দিন এবং সেফটি প্লান, এনওসি একসকল সেবা প্রাপ্তির সময়সীমা ৩০ (ত্রিশ) দিন উল্লেখ রয়েছে। ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর এসকল সেবাসমূহ যথাসময়ে প্রদান করে থাকে। তবে যেসকল প্রতিষ্ঠানে অগ্নিনির্বাপণী ব্যবস্থার ত্রুটি রয়েছে সেকল প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে ত্রুটিসমূহ সংশোধনপূর্বক এসকল লাইসেন্স প্রদান করা হয়। এছাড়া Awareness Programme পরিচালনা করা ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তরের একটি রুটিন কাজ এবং চলমান রয়েছে। ফায়ার সেফটি ইকুপমেন্টস বিজনেস ওয়ার্নাস অ্যাসোসিয়েশন যদি চায় তাহলে পত্রালাপের মাধ্যমে সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে বিশাল একটি মহড়ার আয়োজন করা যেতে পারে যার মাধ্যমে ব্যবসায়ীগণের মধ্যে আরো সচেতনতা বৃদ্ধি পেতে পারে।

ঙ) জনাব মোছাঃ কানিজ ফাতেমা, সিনিয়র শিক্ষক, ভিকারুন্নেসা নুন স্কুল এন্ড কলেজ তিনি জানান যে, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স এর কার্যক্রম মাদ্রারাসা, স্কুল ও কলেজ পর্যায়ের পাঠ্যপুস্তকে আনার জন্য প্রথমেই ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স কর্তৃক সরকারি ও বেসরকারি স্কুল/কলেজ/ বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র/ছাত্রীদের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে সার্ভে, মহড়া, ড্রিল ও প্রশিক্ষণ পরিচালনা করা যায় কিনা?

এ প্রসঙ্গে ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তরের পরিচালক (প্রশিক্ষণ, পরিকল্পনা ও উন্নয়ন) লেঃ কর্ণেল মোঃ রেজাউল করিম, পিএসসি জানান যে, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স কর্তৃক থানা/ইউনিয়ন/স্কুল/কলেজ/সরকারি ও বেসরকারি অফিসে ভবন ব্যবহারকারীদের সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে সার্ভে, মহড়া, ড্রিল ও প্রশিক্ষণ কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে। এছাড়া সাড়া বাংলাদেশের শিক্ষকগণের মধ্যে যদি অগ্নিনির্বাপণ, উদ্ধার ও প্রাথমিক চিকিৎসা বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয় তাহলে এই প্রশিক্ষণ শিক্ষার্থীদের ব্যাপকভাবে সচেতন করা যাবে।

(চ) জনাব মোঃ জহির উদ্দিন, ভলান্টিয়ার, পোস্তগোলা ফায়ার স্টেশন, তিনি তার বক্তব্যে জানান যে, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স বর্তমান সরকারের একটি সেবাধর্মী প্রতিষ্ঠান এবং আমি একজন ভলান্টিয়ার হিসেবে এ প্রতিষ্ঠানের সাথে কাজ করতে পেরে নিজেকে গর্বিত মনে করি। আরবান কমিউনিটি ভলান্টিয়ারদের যে কোন দুর্ঘটনায় খবর দেয়ার জন্য স্টেশন পর্যায়ে ব্যবস্থা আছে কিনা?

এ প্রসঙ্গে ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তরের উপপরিচালক (অপারেশন ও মেইনটেন্যান্স) জনাব মোঃ কামাল উদ্দিন ভূইয়াঁ জানান যে, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স ও আরবান কমিউনিটি ভলান্টিয়ার যে কোন দুর্ঘটনায় একসাথে সকল কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকেন। কমিউনিটি ভরান্টিয়ারদের সকল দুর্ঘটনায় সাড়া প্রদানের নিমিত্ত সংশিষ্ট ফায়ার স্টেশনের সকল ভলান্টিয়াদের নিয়ে একটি গ্রুপ খোলা রয়েছে যার মাধ্যমে প্রতিনিয়ত তারা এই গ্রুপ থেকে দুর্ঘটনার খবর পেয়ে থাকে।

ছ) জনাব উত্তম কুমার দাশ, গণমাধ্যমকর্মী জানান যে, বিভিন্ন অগ্নিদূর্ঘটনায় গণমাধ্যমকর্মীগণ বিশেষ করে রিপোর্টার ও ক্যামেরাম্যান খুব কাছে গিয়ে ঝুঁকির মধ্যে থেকে সংবাদ সংগ্রহ করে থাকে। গণমাধ্যমকর্মীদের নিরাপত্তার স্বার্থে ফায়ার ট্রেনিং এর ব্যবস্থা করা যায় কিনা? এছাড়াও বিভিন্ন সময়ে অগ্নিদুর্ঘটনায় বিশেষ করে অতি উৎসাহী কিছু ফেইজবুক পেইজ, ইউটিউবারগণ ভিউজ, লাইক পাওয়ার জন্য আগুনের খুব কাছে চলে যায়, এতে বিভিন্ন দুর্ঘটনায় পতিত হওয়ার সম্ভবনা রয়েছে ও সীতাকুন্ডে অনেকে আহত/নিহত হয়েছে এবং ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স কর্মীদের অপারেশনাল কাজের ব্যাঘাত হচ্ছে এই বিষয়ে করণীয় কি?

এ প্রসঙ্গে ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তরের সহকারী পরিচালক (প্রশিক্ষণ) জনাব মোঃ মনির হোসেন জানান যে, গণমাধ্যমকর্মীদের ফায়ার ট্রেনিং এর জন্য ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর প্রস্তুত। বিগত সময়ে ঢাকা রিপোর্টাস ইউনিটে ফায়ার ট্রেনিং হয়েছে । গণমাধ্যমকর্মীদের ব্যস্ততার কারণে ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স এর ট্রেনিং মডিউল অনুযায়ী সময় হয় না। ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তরের জনবল সংখ্যায় কম হওয়ার কারণে সারাদেশে প্রশিক্ষণ প্রদান করা করলে অপারেশনাল কাজে ব্যাঘাত ঘটতে পারে। এছাড়াও

উপপরিচালক ঢাকা জানান, গনমাধ্যমকর্মীগণ ২০/৩০ জন গ্রুপ করে ট্রেনিং এর আয়োজন করে ফায়ার সার্ভিসকে জানালে ফায়ার সার্ভিস থেকে ফায়ার পার্সোনালগণ গিয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করতে পারবেন।

জ) প্রণয় ব্যানার্জী, ম্যানেজার, ওয়াল্ড ভিশন জানান যে, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স এর সদস্যগণ তুরস্ক থেকে উদ্ধার অভিযান শেষে ফিরে আসার পর অর্জিত জ্ঞান কিভাবে বাস্তবায়ন করছে, তিনি এ বিষয়ে জানতে চান।

এ প্রসঙ্গে ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তরের সহকারী উপপরিচালক ঢাকা বিভাগ, ঢাকা, জনাব দীনমণি শর্মা জানান যে, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তরের প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনা করা একটি রুটিন কাজ। সারাদেশে একযোগে সকল প্রতিষ্ঠানে ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর প্রশিক্ষণ প্রদান করে থাকে। ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স এর সদস্যগণ তুরস্ক থেকে উদ্ধার অভিযান শেষে ফিরে আসার পর তাদের অর্জিত জ্ঞান যাতে ফায়ার সার্ভিসের সদস্য ও সাধারণ মানুষের মধ্যে ছড়িয়ে দিতে পারে সেইলক্ষ্যে ইতিমধ্যে তাদের দিয়ে বিভিন্ন প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনা করা হচ্ছে এবং ভবিষ্যতে আরো জোরদার করা হবে।

ঝ) ইঞ্জিনিয়ার শহীদুজ্জামান, সহকারী সচিব, বিজিএমইএ, তিনি তার বক্তব্যে জানান যে, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স কর্তৃক শিল্প-প্রতিষ্ঠানে ফায়ার লাইসেন্স প্রদান করা হয়ে থাকে। যা অত্যন্ত কার্যকারী ও যুগোপযোগী। ফায়ার লাইসেন্স বাস্তবায়নের ফলে শিল্প-প্রতিষ্ঠানে বহুলাংশে অগ্নি ঝুকি হ্রাস পেয়েছে। কিন্তু প্রতিষ্ঠান কর্তৃক ফায়ার লাইসেন্স ও ট্রেড লাইসেন্স এর মধ্যে বিপত্তির সৃষ্টি হয়। শিল্প-প্রতিষ্ঠানের জন্য ফায়ার লাইসেন্স ও ট্রেড লাইসেন্স এর মধ্যে কোনটি আগে গ্রহণ করতে হবে? এছাড়া ফায়ার সার্ভিস হতে ভলান্টিয়ার প্রশিক্ষণ গ্রহণ করার সুযোগ আছে কিনা?

এ প্রসঙ্গে ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তরের পরিচালক (প্রশিক্ষণ, পরিকল্পনা ও উন্নয়ন) লেঃ কর্ণেল মোঃ রেজাউল করিম, পিএসসি জানান যে, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর কর্তৃক অগ্নি ঝুকি হ্রাসকল্পে ফায়ার লাইসেন্স প্রদান করা হয়। ফায়ার লাইসেন্স প্রদানের ক্ষেত্রে ফায়ার সার্ভিস তার প্রতিষ্ঠানের বৈধতা নিশ্চিত করার জন্য সেবাগ্রহণীর নিকট হতে বিভিন্ন ধরণের প্রয়োজনীয় কাগজপত্র চেয়ে থাকে। এরপর এসকল কাগজপত্র যাচাইবাছাই এবং উক্ত প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন শেষে ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর ফায়ার লাইসেন্স প্রদান করে থাকে। এছাড়া ফায়ার সার্ভিস কর্তৃক সারাদেশে ৬২ হাজার ভলেন্টিয়ার তৈরির কাজ চলমান রয়েছে। সংশ্লিষ্ট স্টেশনে রেজিস্ট্রেশন করার মাধ্যমে ভলেন্টিয়ার প্রশিক্ষণ গ্রহণ করা সম্ভব।

সভায় বিস্তারিত আলোচনায় নিম্নবর্ণিত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়-

ক্রমিক	সিদ্ধান্তসমূহ	বাস্তবায়নকারী
১.	গণমাধ্যমকর্মীদের অগ্নিনির্বাপণ, উদ্ধার ও প্রাথমিক চিকিৎসা বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদানের পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে;	পরিচালক (প্রশিক্ষণ, পরিকল্পনা ও উন্নয়ন)
২.	অগ্নিনিরাপত্তার স্বার্থে ও নাগরিকদের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধিকল্পে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, আবাসিক ভবন, বাণিজ্যিক ভবনসহ অন্যান্য বিভিন্ন জনবহুল স্থানে মৌলিক প্রশিক্ষণ পরিচালনা করা হবে;	পরিচালক (প্রশিক্ষণ, পরিকল্পনা ও উন্নয়ন)
৩.	তথ্য অধিকার আইন ২০০৯ অনুযায়ী তথ্য প্রাপ্তি সম্পর্কে সাধারণ জনগণকে সচেতন করার লক্ষ্যে লিফলেটের মাধ্যমে প্রচার-প্রচারণা কার্যক্রম পরিচালনা করা।	পরিচালক (অপারেশন ও মেইটেন্যান্স)

সমাপনী বক্তৃতায় জনাব মোঃ ওয়াহিদুল ইসলাম, পরিচালক (প্রশাসন ও অর্থ) বলেন, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স বিভিন্ন ধরণের সেবা প্রদান করে থাকে। এ অধিদপ্তর কর্তৃক প্রদত্ত সেবা সম্পর্কে সেবা গ্রহীতাদের নিকট হতে মতামত নেয়া হয়েছে। আপনাদের গ্রহণযোগ্য মতামত বাস্তবায়নে ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্সসহ সুরক্ষা সেবা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় একসাথে কাজ করবে। সরকারের বিভিন্ন নির্দেশনা বাস্তবায়ন এবং দেশের জানমাল রক্ষাসহ সকলের সুরক্ষা নিশ্চিতকল্পে উপস্থিত অংশীজন ও সংশ্লিষ্ট সবাইকে নিজ নিজ অবস্থান থেকে দায়িত্ব পালন করার জন্য আহবান জানান। তিনি সকলকে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করে গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহ বাস্তবায়নের অনুরোধ ও ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

২৯/০৭/২০১৫

মোঃ ওয়াহিদুল ইসলাম
পরিচালক (প্রশাসন ও অর্থ)

স্মারক নং-৫৮.০৩.০০০০.০২০.৩৯.০০১.২২-৩৭০৮

তারিখ : ১৫/১২/১৪২৯ ব.
২৯/০৬/২০২৩ খ্রি.

সদয় অবগতি ও কার্যার্থে অনুলিপি প্রদান করা হলো:

১. অতিরিক্ত সচিব, অগ্নি অনুবিভাগ, সুরক্ষা সেবা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা, [মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য]।
২. পরিচালক (অপারেশন ও মেইনটেন্যান্স)/ (পরিকল্পনা, উন্নয়ন ও প্রশিক্ষণ), ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর, ঢাকা।
৩. উপপরিচালক (অপারেশন ও মেইনটেন্যান্স)/ (উন্নয়ন)/(পরিকল্পনা কোষ)/ (অ্যাম্বুলেন্স), ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর, ঢাকা।
৪. উপপরিচালক, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স ----------বিভাগ,---------- (সকল)।
৫. সহকারী পরিচালক (প্রশাসন ও অর্থ)/ (ওয়ারহাউজ ও ফায়ার প্রিভেনশন)/ (ক্রয় ও ষ্টোর)/ (অপারেশন)/(উন্নয়ন)/ (প্রশিক্ষণ)/(পরিকল্পনা কোষ), ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর, ঢাকা।
৬. সহকারী পরিচালক, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স, ঢাকা।
৭. সিনিয়র স্টাফ অফিসার, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর, ঢাকা, [মহাপরিচালক মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য]।
৮. ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, আইসিটি সেল, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর, ঢাকা, (ওয়েবসাইটে আপলোডের জন্য)।

২৯/০৬/২০২৩

মোঃ জসীম উদ্দিন, পিএফএম
উপপরিচালক (প্রশাসন ও অর্থ)